প্রদীপ আনোয়ার: একজন নির্ভেজাল সংস্কৃতিসেবী

কামরুজ্জামান বালার্ক

"নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি গান, ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন প্রাণ।" –এই অমর কবিতার কবি, মুসলীম রেনেসাঁর কবি, গোলাম মোস্তফার প্রিয় দৌহিত্র জনাব প্রদীপ আনোয়ার। প্রদীপ আনোয়ার মানে আমাদের সবার প্রিয় প্রদীপ ভাই, মেলবোর্ণের এক এবং অনন্য নির্ভেজাল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। এখানকার অধিকাংশ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তাঁর একটা অলিখিত যোগসূত্র আছে। শিল্প-সংস্কৃতি পাগল এই মানুষটিকে দু'পাড়ের বাঙ্গালীরাই স্নেহে, ভালবাসায় ও শ্রদ্ধায় সিক্ত করে রেখেছেন। ২০০৪ সাল থেকে দুরারোগ্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা তাঁর অনুপস্থিতি পলে পলে টের পাই। মেলবোর্ণের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনে তাঁর আর আগের মত ডাক পড়ে না। গত পাঁচ বছরে অনেকটাই নিভৃতচারী হয়ে গেছেন তিনি। হাসপাতাল আর বাড়ী এই দু'য়ের মাঝেই হচ্ছে নিত্য আসা-যাওয়া।

জনাব প্রদীপ আনোয়ারের পারিবারিক সাংস্কৃতিক পটভূমি অনেক গভীরে প্রোথিত। দাদা কবি গোলাম মোস্তফার পিতা জনাব গোলাম রাব্বানী ও পিতামহ কাজী গোলাম সারওয়ার দুজনেই ছিলেন লোক কবি। কবি গোলাম মোস্তফার চার ছেলে, তিন মেয়ে। এদের সবাই কমবেশী শিল্প-সংস্কৃতির সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। তাদের পরবর্তী প্রজন্মও সেই পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছেন। কবি গোলাম মোস্তফার বড় ছেলে মোস্তফা আনোয়ার এক সময়ের মেরিণার ও পরবর্তীতে বৈমানিক ১৯৫৯ সালে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর একমাত্র ছেলে প্রদীপ আনোয়ার। বাবার মৃত্যুর সময় প্রদীপ আনোয়ারের বয়স ছিল ১১ বছর আর একমাত্র বোনের বয়স ৪ বছর। জনাব মোস্তফা আনোয়ার ছিলেন একজন অত্যন্ত উঁচুমানের মুক্তমনা মানুষ। তিনি একজন উঁচু মানের ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত শিল্পী ছিলেন। কবি গোলাম মোস্তফার দ্বিতীয় ছেলে মোস্তফা আজিজ ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী ও খ্যাতনামা ক্রীড়ানুরাগী। অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়দের দুলর্ভ স্কেচ তাঁর সংরক্ষণে ছিল। তৃতীয় ছেলে মোস্তফা মনোয়ার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, পাপেটিয়ার ও স্বনামধন্য টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব আর ছোট ছেলে মোস্তফা পাশা একজন বিখ্যাত পিয়ানো বাদক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বৃটিশ রাজ পরিবারেও পিয়ানো শিখিয়ে ছিলেন। এঁরা সবাই জীবন রঙ্গমঞ্চ ছেড়েছেন, শুধু গুণী পুরুষ মোস্তফা মনোয়ারই এখনও সংস্কৃতির জোয়ালটা বয়ে নিয়ে চলছেন। জনাব প্রদীপ আনোয়ারের নানার বাড়ীও ছিল শিল্প সাহিত্যের আরেক সূতিকাগার। তাঁর নানি কবিতা লিখতেন, নানা লিখেছেন, "ময়মনসিংহের ইতিকথা" আর মা সেতার বাজানোর পাশাপাশি লেখালেখি করেন। জনাব প্রদীপ আনোয়ারের ফুফুদের ছেলে-মেয়ে ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই দেশে-বিদেশে অনেক নাম ও যশ কুড়িয়েছেন। নাসির-বিন-জাফর এদেরই একজন। তিনি 'Pirates of the Caribbean' ছবিতে animation এর জন্য অস্কার পেয়েছেন। আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধের ডিজাইনার ভাস্কর মাইনুল হোসেন, বাংলাদেশের দু'জন সেরা মহিলা শিল্পদ্যোক্তা হিসাবে নির্বাচিত নীনা ফারুক ও লুনা দোহা জনাব প্রদীপ আনোয়ারের নিকট আত্মীয়।

প্রদীপ আনোয়ারের জন্ম কোলকাতায় দেশ ভাগের কিছু পরে। শৈশবের সোনালী দিনগুলো কেটেছে 'City of Joy' খ্যাত অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতায়। আদি পুরুষের বাড়ী (দাদার বাড়ী) বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর গ্রামে। দাদা কবি গোলাম মোস্তফা একদা পড়াশুনার উদ্দেশ্যে কোলকাতা গিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ১৯১৮ সালে বিখ্যাত রিপন কলেজ থেকে তিনি বি.এ. পাশ করেন এবং ডেভিড হ্যারে ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯২২ সালে বি.টি. পাশ করে ব্যারাকপুর গভঃ স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এভাবেই পূর্ব বাংলার এই বনেদী পরিবারটি কোলকাতায় ডাল-পালা মেলতে শুরু করে। তবে দেশভাগের পর তারা স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসে । শান্তি নগরের "মোস্তফা মন্‌জিল" হয় তাদের ঠিকানা। ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলা শিল্প ও সাহিত্যচর্চায় এই পরিবারটির অবদান অনেক। কোলকাতায় প্রথম দিকে কবি গোলাম মোস্তফার সাথে মরমী সংগীত শিল্পী আব্বাস উদ্দিন ও পল্লীকবি জসীমউদ্দিন এক ছাদের তলায় থাকতেন। গান বাজনার চর্চাও হত। আরো পরে এই পারিবারের বড় ছেলে মোস্তফা আনোয়ারের (প্রদীপ আনোয়ারের বাবা) সাথে সখ্যতার সূত্রে তাদের বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন ও গান-বাজনায় মেতে উঠতেন বিখ্যাত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, গজল ও হিন্দী প্লে-ব্যাক শিল্পী সি.এইচ. আটমা (C.H. Atma) প্রমুখ। এমনি একটি সুন্দর পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল জনাব প্রদীপ আনোয়ারের বেড়ে ওঠায় দিয়েছে এক মননশীল বীজতলা যার প্রভাব তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে পড়েছে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ছোট্ট প্রদীপ বেহালা শেখার জন্য কোলকাতা মিউজিক স্কুলে ভর্তি হন। বাবার খুব ইচ্ছা ছিল ছেলেকে বড় মিউজিসিয়ান বানানোর, বিদেশে পাঠাবেন Higher training নিতে Western music এ। কিন্তু বিধি বাম, ১১ বছরের ছোট্ট প্রদীপকে রেখে বাবা সবার আগেই আকাশের তারা হয়ে গেছেন। থমকে গেছে সব আয়োজন, কিছুটা নিঃস্ব হয়ে পড়েন তিনি। ৫০ বছর আগে বাবাকে হারালেও প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে মনে রেখেছেন। বাবার স্মৃতি মনের আরশিতে বাঁধিয়ে রেখেছেন। তাই তো ১৭ বছর পর ক'দিন আগে ঢাকায় ছুটে গেছেন বাবার মৃত্যু দিবসে (১৪ আগস্ট) কবর জিয়ারত করতে। বাবার কথা বলতেই তাঁর সামনে ফুটে ওঠে একজন স্মার্ট সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনষ্ক ও সংগীত প্রিয় মানুষের আদল। বাবা অফিসে যাওয়ার সময় ছোট্ট প্রদীপ তাকে বেহালা বাজিয়ে শোনাতেন, এখনও মনে পড়ে সে কথা। মা প্রদীপের জীবনে একমাত্র অভয়ারণ্য যেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করা যায়। অত্যন্ত উঁচু মানের সংস্কৃতিমনা মহিলা তিনি। নিজের এক জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন "যেতে যেতে চাই" বই-এ। বাবা মার জন্য তিনি গর্বিত যারা ধর্মীয় অচলায়তন ভেঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন। উপেক্ষা করেছিলেন সামাজিক ভ্রুকুটি।

বাবার মৃত্যুর পর বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয় প্রদীপকে ভাল পড়াশোনা করার জন্য। পরবর্তী অনেকগুলো বছর তার কাটে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে। ১৯৬৬ সালে তিনি FCC শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Physics নিয়ে ভর্তি হন। এখানে তিন বছর পড়াশোনা করে ১৯৬৯ সালে করাচী গিয়ে Deck Cadet হিসাবে সমুদ্রগামী জাহাজে যোগ দেন এবং পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন একজন সফল Captain হিসাবে বিভিন্ন শিপিং কোম্পানীতে চাকুরী করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত চাকুরী করেন। এ বছরই তিনি Migration নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে আসেন মুলতঃ মেয়েদের পড়াশোনার কথা বিবেচনা করে। Australia তে তিনি কিছুদিন Teaching, Shipping Management ও Marine safety বিষয়ে দায়ীত্বশীল পদে চাকুরি করেন। তাছাড়া Ultra Tune এর কয়েকটি Franchise কিনে ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সব গুটিয়ে নিয়েছেন এখন।

প্রদীপ আনোয়ার ১৯৭৩ সালে নাসরীন আনোয়ারের সাথে এক সুখী দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। তাঁদের ৩৬ বছরের যুগল জীবনে এসেছে তিন কন্যা- দীপ্তি, স্মীতা ও নওরীণ। বড় মেয়ে দীপ্তি 'ছায়ানটে' গান শিখেছেন গুণী শিক্ষক জনাব ওয়াহিদুল হকের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডী

পেরিয়ে এখন ব্যাংকে চাকুরী করছেন। মেজো মেয়ে স্মীতা Law পড়া শেষ করে চাকুরীতে ঢুকেছেন আর ছোট মেয়ে নওরীণ Arts & Commerce নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। পরিবারটি স্থায়ীভাবে বাস করছেন মেলবোর্ণ শহর থেকে কিছুটা দুরের Suburb ছায়া ঘেরা, পাহাড় ঘেরা Croydon- এ।

প্রদীপ ভাইয়ের জীবন অনেকটাই বোহেমিয়ান, পালাবদল হয়েছে, ছন্দপতন হয়েছে বার বার। তা না হলে ৫ বছর বয়সে কোলকাতা ট্রিনিটি কলেজে বেহালা বাজিয়ে যে ছেলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে মেডেল পেয়েছিলো সে আরো অনেক দুর যাবে সেটাই তো স্বাভাবিক। আকাশ ছোঁয়ার সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন কিন্তু জীবনের বাঁকে বাঁকে যে পরিবর্তন এসেছে তা সৃজনশীল কাজের জন্য সহায়ক ছিল না। দীর্ঘ নীল সমুদ্রের জীবন মেধা ও মনন চর্চার উপযোগী ছিল না। তবু থেমে থাকেনি পথচলা। পাঁচ পুরুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বয়ে চলেছেন তিনি। যেখানেই গেছেন সাথে গেছে তবলা, হারমোনিয়াম ও গীটার; শিল্পচর্চার কাছাকাছি থেকেছেন। সমুদ্রের বিবশ, বিরহী সময় গানে গানে রাঙিয়ে সহযাত্রীদের মাতিয়ে রেখেছেন। বোর্ডিং স্কুলের কঠোর নিয়মের মাঝেও গান-বাজনা চালিয়ে গেছেন। ১৭ বছরের মেলবোর্ণ প্রবাসী জীবনও নানা বৈচিত্রে ভরা। দুই বাংলার বাঙালীদের সমন্বিত সাংস্কৃতিক প্রয়াসে কাজ করেছেন নীরবে। বিভিন্ন উৎসব ও পালা-পার্বণে অংশগ্রহণ করেছেন। বৈশাখী মেলায় যাত্রা হবে-ডাক আসে প্রদীপ ভাইয়ের, কবি জয়ন্তীতে নৃত্য নাট্য হবে-প্রদীপ ভাইকে দরকার, কেউ নাটকের দল করবে-সেখানেও প্রদীপ ভাইয়ের ফোন বেজে ওঠে। প্রায় এক দশকের পুরনো নাটকের দল 'রেনেসাঁ ড্রামা সোসাইটি'র আত্মপ্রকাশে তাঁর বেশ সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 'রেনেসাঁ' নামটিও বেশ কটি নাম থেকে তিনিই পছন্দ করেছিলেন। মেলবোর্ণে তার অভিনিত সর্বশেষ নাটক/যাত্রা 'অদল-বদল' যা শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পহেলা বৈশাখের মেলায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। নিজের মায়ের knee Operation হওয়ার কথা ছিলো সেদিন, সেটা রেখে তিনি ছুটেছেন যাত্রার মঞ্চে। আর একবার যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' নৃত্য-নাট্য করছিলেন, সম্ভবত ২০০৪ সালে, তখনই তাঁর এই জটিল রোগটি ধরা পড়ে। হাসপাতালে জটিল সব টেস্ট বাদ দিয়ে তিনি মেতে থাকলেন 'শ্যামা'র গানে; এমনি শিল্প-সংস্কৃতি অন্তঃপ্রাণ প্রদীপ ভাইয়ের। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মেরীণার-রা পুর্ণর্মিলনী করবে- প্রদীপ ভাইকে ছাড়া যেন ভাবাই যায় না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরো দায়িত্ব একাই সামাল দেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই সাউন্ড সেট আপ, কী বোর্ড চালানো, গান তোলা, অন্যদের উজ্জীবিত করা-সবই করছেন সমান তালে। প্রবাসের বৈরী পরিবেশে যারা দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের মুল্যবান সময় ব্যয় করছেন তিনি তাদের যোগ্য স্বীকৃতি দিতে চান। গত এক দশকে মেলবোর্ণে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ফোরাম যাতে পরস্পর বিরোধে না জড়িয়ে, বোঝাপড়া ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে নিজেদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্প্রীতি গড়ে তোলে সেই প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

গেল বছর মেলবোর্ণ বাংলা থিয়েটার এই সংস্কৃতি-সুহৃদ মানুষটিকে জানিয়েছে সম্মাননা। গানের দল "শ্রোতার আসর" তাঁকে নিয়ে করেছে 'প্রদীপ আনোয়ার সংগীত সন্ধ্যা'। এ সবই তাঁর প্রতি সংস্কৃতিপ্রেমি বাঙ্গালীদের ভালবাসার প্রকাশ।

জনাব প্রদীপ আনোয়ার মানে আমাদের প্রিয় প্রদীপ ভাই সুস্থ হয়ে তাঁর পরিচিত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে আবারও আগের মত সক্রিয় হবেন এই আন্তরিক ইচ্ছাই পোষণ করি আমরা সবাই।